গ্রেনফেল টাওয়ার তদন্তের দ্বিতীয় ধাপের প্রতিবেদনের ব্যাপারে সরকারের প্রতিক্রিয়া: বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৬

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সূচিপত্র

গ্রেনফেল টাওয়ার তদন্তের দ্বিতীয় ধাপের প্রতিবেদনের ব্যাপারে সরকারের প্রতিক্রিয়া: বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৬.....1

মন্ত্রী পর্যায়ের প্রস্তাবনা.....2

নির্বাহী সারসংক্ষেপ 3

এই প্রতিবেদনের পাশাপাশি প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট ঘোষণা এবং নথিপত্র।.....8

মন্ত্রী পর্যায়ের প্রস্তাবনা

২০১৭ সালের ১৪ই জুন গ্রেনফেল টাওয়ারে লাগা আগুনে ৭২টি মূল্যবান জীবন ঝরে যায়। এই ঘটনা আগামী বহু বছর ধরে ভুক্তভোগীদের পরিবার, কমিউনিটি এবং আমাদের দেশে একটি ক্ষত হয়ে থাকবে। শোকার্ত পরিবার, বেঁচে থাকা মানুষ এবং উত্তর কেনসিংটনের বৃহত্তর সমাজের সাহস ও দৃঢ়তা আজও অনেক মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে।

আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সরকারি সংস্থাসমূহ, শিল্পখাত এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর যে ব্যর্থতার কারণে এই ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে, তা কখনোই ঘটা উচিত ছিল না। এই শোকাবহ ঘটনাটি প্রতিরোধযোগ্য ছিল এবং এটি প্রতিরোধ করা উচিত ছিল। অতীতকে পরিবর্তন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমরা এর শিক্ষাগুলোকে সততার সাথে মোকাবিলা করতে পারি, জোরালো পদক্ষেপ নিতে পারি এবং এই ধরনের চরম ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি যেন আর কখনো না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে আমরা কাজ করতে পারি।

সরকার গ্রেনফেল টাওয়ারের দুর্ঘটনার ব্যাপারে গঠিত তদন্ত কমিটির দেওয়া সুপারিশমালার সবগুলো সুপারিশ গ্রহণ করেছে, তবে আমরা আরও ব্যাপক প্রতিশ্রুতি দিয়েছি: বাসিন্দাদের দাবিকৃত এবং প্রাপ্য দীর্ঘমেয়াদী সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন করা - যাতে গ্রেনফেল ট্র্যাজেডির সরাসরি উত্তরাধিকার হিসেবে আমাদের সারা দেশের মানুষ, বিশেষ করে সামাজিক আবাসনের ভাড়াটিয়ারা নিরাপদ এবং উন্নত বাসস্থানে বসবাস করতে পারেন। আমরা জনগনের স্বার্থকে সবার আগে স্থান দিয়ে, তাদের সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করে এবং ভবনগুলোর নকশা, নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা যাতে সর্বোচ্চ মান বজায় রাখেন, তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানুষের আস্থা পুনঃস্থাপন করব।

গ্রেনফেল টাওয়ারের ব্যাপারে তদন্তের পর প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদনে আমাদের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে: শক্তিশালী তদারকি; নির্মাণ সামগ্রী সংস্কারে অগ্রগতি; আরও স্পষ্ট নির্দেশিকা; উচ্চতর পেশাদারি মান; আইন প্রয়োগে উন্নতি বিধান; দ্রুত প্রতিকার; এবং জরুরি অবস্থার জন্য আরও ভালো প্রস্তুতি।

তবে আরও অনেক কিছু করার আছে। কিছু সংস্কারের জন্য আইন প্রণয়ন প্রয়োজন; অন্যগুলোর জন্য প্রয়োজন টেকসই সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। আমরা উভয় ব্যবস্থা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মেমরিয়েল [স্মৃতিস্তম্ভ] কমিশন ও কমিউনিটির সদস্যরা একটি স্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির পরিকল্পনা করছেন। তাদের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমরা তাদেরকে সহায়তা করার জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আসন্ন সপ্তাহগুলোতে সেই পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ দেখা যাবে, কারণ আমরা উক্ত স্মৃতিস্তম্ভে অর্থায়নের জন্য আইনি ক্ষমতা পেতে আইন পাস করতে যাচ্ছি।

মানুষ যাতে তাদের ঘরে নিরাপদ থাকতে পারেন এবং সেখানে নিরাপদ বোধ করেন, তা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। অতীতে যে ব্যর্থতাগুলো মানুষের সেই নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ন করেছিল - তার পুনরাবৃত্তি যেন আর কখনো না ঘটে, তা নিশ্চিত করাও আমাদের কর্তব্য। সেই কাজের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা কোনোভাবেই শিথিল হবে না।

দ্য রাইট অনারেবল স্টিভ রিড ওবিই এমপি [The Rt Hon Steve Reed OBE MP]

সেক্রেটারি অব স্টেট ফর হাউজিং, কমিউনিটিজ অ্যান্ড লোকাল গভর্নমেন্ট [আবাসন, সম্প্রদায় এবং স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রী]

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

1. গ্রেনফেল টাওয়ার ট্র্যাজেডি এমন এক মর্মান্তিক ঘটনা যা কখনোই ঘটা উচিত ছিল না; আগুনের কারণে এমন এক স্থানে ৭২ জন নির্দোষ মানুষের জীবন হানি ঘটেছে, যেখানে তাদের নিরাপদ বোধ করার এবং নিরাপদ থাকার কথা ছিল।

2. গ্রেনফেল টাওয়ার তদন্তের দ্বিতীয় ধাপের প্রতি সরকারের প্রতিক্রিয়ার এক বছর পূর্ণ হয়েছে; এটি এমন একটি দিন, যা এই মর্মান্তিক ঘটনায় সবচেয়ে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের অত্যন্ত গভীর এবং বেদনাদায়ক স্মৃতিগুলোকে আবারও জাগিয়ে তুলেছে।

3. গ্রেনফেল টাওয়ার, ল্যাঙ্কাস্টার ওয়েস্ট এস্টেট এবং নর্থ কেনসিংটনের সব কমিউনিটি পরিবর্তন বাস্তবায়নের প্রতি তাদের নিষ্ঠায় অবিচল রয়েছে এবং এই সরকার অর্থবহ ও স্থায়ী সংস্কার বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

4. স্যার মার্টিন মুর-বিক [Sir Martin Moore-Bick] এবং তার টিম তদন্তের দ্বিতীয় ধাপে কাজ করে ৫৮টি সুপারিশ পেশ করেছেন। সরকার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা এই সবকটি সুপারিশ গ্রহণ করেছে।

5. তদন্তের প্রতিক্রিয়ায় সরকার এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের পরিকল্পনা তুলে ধরেছে এবং উল্লেখ করেছে যে, এটি করতে অন্তত চার বছর সময় লাগবে, কারণ কিছু সুপারিশের জন্য নতুন আইন পাস করার প্রয়োজন আছে। বর্তমানে সকল সুপারিশ বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে এবং আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সেগুলো সম্পন্ন করার পথে রয়েছি।

6. ২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সরকার আপচারে, ১২টি সুপারিশ বাস্তবায়ন, সম্পাদন এবং নিষ্পত্তির বিষয়ে রিপোর্ট করেছে, যার মধ্যে প্রথম ধাপের অবশিষ্ট দুটি সুপারিশও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমরা আশা করছি যে, ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ ৭০% সুপারিশের কাজ সম্পন্ন হবে।

থিম [বিষয়বস্তু]	**সুপারিশের সংখ্যা**	**চলমান**	**সম্পন্ন**
নির্মাণ শিল্প	28	25	4
অগ্নি নির্বাপক ও উদ্ধার সেবা	13	9	4
প্রতিক্রিয়া ও পুনরুদ্ধার	14	14	0
ঝুঁকিতে থাকা লোকজন এবং প্রথম ধাপের সুপারিশমালা	6	2	4
মোট	**61**	**49**	**12**

7. ২০২৫ সালের মে, সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই সকল প্রতিবেদনে প্রতিটি সুপারিশ এগিয়ে নেওয়ার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ এবং বৃহত্তর সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান উন্নয়নগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

8. নিচে প্রদত্ত বার্ষিক প্রতিবেদনে গত এক বছরে গৃহীত কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণের পাশাপাশি আগামী বছর এবং পরবর্তী সময়ের জন্য নির্ধারিত মাইলফলক ও পরিকল্পনাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এতে বাসিন্দাদের সুরক্ষা এবং ভবনগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নির্মিত পরিবেশ গঠনকারী ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়াগুলোকে শক্তিশালী করার চলমান কার্যক্রমকে প্রতিফলিত হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারের প্রদত্ত প্রতিক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন থিমভিত্তিক অধ্যায়ে বিভক্ত এবং পরিশিষ্টে প্রতিটি স্বতন্ত্র সুপারিশের বিপরীতে অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্যের পাশাপাশি যে সুপারিশগুলো এখনো উন্মুক্ত রয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নের সময়সীমা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

9. ২০২৫ সালে অর্জিত প্রধান অগ্রগতি ও উন্নয়নগুলোর মধ্যে রয়েছে:

10. ভবন এবং অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ। . আমরা গত এক বছরে আরও সমন্বিত এবং জবাবদিহিমূলক নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর দিকে দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জন করেছি। আমরা এখন বিল্ডিং সুরক্ষা, অগ্নি সুরক্ষা এবং জরুরি সাড়াদান-সংক্রান্ত কার্যক্রমকে একটি একক বিভাগীয় নেতৃত্বের অধীনে এনেছি, যার ফলে ঝুঁকির উপর আরও ধারাবাহিক তদারকি নিশ্চিত করা এবং নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরও সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। ২০২৬ সালের ২৭ জানুয়ারি, বিল্ডিং সেফটি রেগুলেটর (BSR) একটি স্বতন্ত্র আইনি সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি হেলথ অ্যান্ড সেফটি এক্সিকিউটিভ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে হাউজিং, কমিউনিটিজ অ্যান্ড লোকাল গভর্নমেন্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে গঠিত হয়েছে, যা একটি একক নির্মাণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বিএসআর [BSR] নির্মিত পরিবেশের সংস্কৃতি ও মানোন্নয়নের অগ্রগতি সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যাতে আনুপাতিক ও কার্যকরভাবে পরিচালিত হয়, তা নিশ্চিত করতে সরকার এখন আরও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এই পরিবর্তনের পাশাপাশি, টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত নির্মাণকাজে বিল্ডিং কন্ট্রোল প্রয়োগের বিষয়ে একটি পরামর্শ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এই প্রস্তাবগুলো ব্যবস্থার ওপর চাপ কমাতে, কাজের ধারাবাহিকতা উন্নত করতে এবং সবচেয়ে জটিল ও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোর ক্ষেত্রে বিএসআর [BSR]-এর দক্ষতা আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে সহায়তা করবে। এই

পরিবর্তনগুলো নির্দেশিকা এবং জ্ঞানকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলোতে পৌঁছে দেওয়ার প্রতি সরকারের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে, যা করে একই সাথে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর ব্যবহারিক কাজ এবং শিল্প খাতের সক্ষমতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করছে।

11. **আরও স্পষ্ট নিয়মাবলী ও প্রত্যাশা নির্ধারণের মাধ্যমে পদ্ধতিগত সংস্কার এগিয়ে নেওয়া।** আমরা ভবনের নিরাপদ নকশা, নির্মাণ এবং ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এমন নিয়মাবলি শক্তিশালী করা অব্যাহত রেখেছি। এ বছর আমাদের কাজের মূল লক্ষ্য ছিল প্রত্যাশাগুলোকে আরও স্পষ্ট করা এবং তদন্তে চিহ্নিত ঘাটতিগুলো দূর করা, যাতে বাস্তবায়নের পরবর্তী ধাপে আমরা দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে পারি। এর মধ্যে রয়েছে এই প্রতিবেদনের সাথে প্রকাশিত কনস্ট্রাকশন প্রোডাক্টস রিফর্ম হোয়াইট পেপার। এতে তদারকি শক্তিশালী করতে এবং নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার ঘাটতিগুলো দূর করতে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, যার লক্ষ্য হলো পণ্যগুলো সঠিকভাবে পরীক্ষা করা, প্রত্যয়ন করা এবং যথাযথভাবে ব্যবহার করা। নির্মাণ পণ্য সংস্কারের গতি ত্বরান্বিত করতে, আমরা এই হোয়াইট পেপারের [শ্বেতপত্র] পাশাপাশি একটি পরামর্শপত্র প্রকাশ করছি, যেখানে একটি সাধারণ নিরাপত্তা বিষয়ক বাধ্যবাধকতার প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যাতে বর্তমানে নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা পণ্যগুলোকে নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার আওতায় আনা যায়। আমরা এ বছরের শেষের দিকে পরবর্তী ধাপের আইনগত বিধিমালা প্রণয়নের পরিকল্পনা করছি। এছাড়া আইনি বিধিবদ্ধ বিল্ডিং সেফটির গাইডেন্সের মৌলিক পর্যালোচনার কাজ চলমান রয়েছে। বিএসআর [BSR] এই পর্যালোচনার রূপরেখা তৈরি শুরু করেছে, সংশ্লিষ্ট খাতের সাথে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং ২০২৫ সালের জুলাই মাসে এই পর্যালোচনাকে সহায়তা ও তথ্য প্রদানের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল নিয়োগ করেছে। ২০২৬ সালের বসন্তকালে একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন প্রদানের প্রত্যাশা করা যাচ্ছে।

12. **নির্মান পরিবেশ খাতের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।** ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে দেওয়া প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নির্মাণ, ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, বিল্ডিং কন্ট্রোল এবং অগ্নিঝুঁকি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্বের মান উন্নত করতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। গত এক বছরে নতুন কারিগরি পরামর্শক সংস্থা, দক্ষতা কাঠামো এবং খাত-ভিত্তিক সংযোগের মাধ্যমে তদন্ত প্রতিবেদনের চাহিদা অনুযায়ী আরও শক্তিশালী এবং ধারাবাহিক পেশাদারি সংস্কৃতি গড়ে তোলা শুরু হয়েছে। এর পাশাপাশি, যেসব ক্ষেত্রে চাহিদা বেড়েছে, সেই সব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে জনবল বৃদ্ধিতে সুনির্দিষ্ট বিনিয়োগ করা শুরু হয়েছে। ২০২৫ সাল ব্যাপী ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, বিল্ডিং কন্ট্রোল এবং নির্মাণ খাতের ১,২০০ পেশাদারের অধিক পেশাদার নতুন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আধুনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ

করেছেন। ফায়ার ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাডভাইজরি প্যানেলের সক্ষমতা বিষয়ক স্টেটমেন্ট এখন ৩৫টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছে, যা ডিগ্রি এবং সিডিপি [CPD] আধুনিকায়নে পথনির্দেশিকা হিসেবে কাজ করছে। বিল্ডিং কন্ট্রোল ইনডিপেনডেন্ট প্যানেল তাদের সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য ২২০টিরও বেশি সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা করেছে, যা ২০২৬ সালের শেষ দিকে প্রকাশ হওয়ার কথা রয়েছে।

13. **জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং আইনি প্রয়োগ জোরদার করা।** মানুষকে নিরাপদে রাখার দায়িত্বে যারা নিয়োজিত আছেন, তারা গুনমান বজায় রাখতে ব্যর্থ হলে, তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। গত এক বছরে সরকার নতুন নিয়ন্ত্রণধর্মী সরঞ্জামগুলো সুসংহত করেছে, আইন প্রয়োগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে এবং কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণের জন্য উন্নত ব্যবস্থা চালু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সেইসব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের নতুন পথ তৈরি করা, যেখানে নিরাপত্তার ঝুঁকি রয়ে গেছে, এবং স্থানীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে আরও দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করা। গত বছর স্থানীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা আগের বছরের তুলনায় ১২৪% বেশি আনুষ্ঠানিক নোটিশ জারি করেছে এবং ১৪০% বেশি পরিদর্শন সম্পন্ন করেছে। জয়েন্ট ইনস্পেকশন টিম ১১০টিরও বেশি ভবন মূল্যায়ন কাজে সহায়তা করেছে, যার ফলে ঝুঁকি নিরসন না হওয়া ১৫টি ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ২০২৬ সালের মার্চের শেষ নাগাদ রেমিডিয়েশন এনফোর্সমেন্ট ইউনিটে জনবল নিয়োগ করা পরিপূর্ণ হবে, ফলে সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার সুযোগ তৈরি হবে।

14. **আবাসিক বাসিন্দাদের সহায়তা প্রদান করা এবং তাদের মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া।** ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে আমাদের মূল অগ্রাধিকার হলো বাসিন্দাদের অধিকার জোরদার করা, স্বচ্ছতা বাড়ানো এবং তাদের উদ্বেগগুলো নিশ্চিতভাবে দ্রুত ও সম্মানজনকভাবে সমাধান করা। গত ১২ মাসে আমরা সোশ্যাল হাউজিংয়ের [সামাজিক আবাসন] ভোক্তা প্রবিধান সংস্কার করেছি, বাসিন্দাদের মতামত প্রদানের সুযোগ বৃদ্ধি করেছি, তাদের প্রশিক্ষণ ও সহায়তা সম্প্রসারন করেছি এবং গ্রেনফেল টাওয়ার ট্র্যাজেডিতে ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে কাজ করা অব্যাহত রেখেছি - যাতে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা নীতি নির্ধারণ উন্নত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। গত এক বছরে ৪,৫০০ থেকে বেশি বাসিন্দা সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ এবং অধিকার সংক্রান্ত তথ্য লাভ করেছেন। অন্যদিকে সম্প্রসারিত রেসিডেন্ট প্যানেল স্বচ্ছতা ও অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতিসহ ২০টিরও বেশি নীতিগত সিদ্ধান্তে সরাসরি অবদান রেখেছে। 'মেক থিংস রাইট' ক্যাম্পেইন গ্রুপ আনুমানিক ১৮ লক্ষ ভাড়াটিয়ার কাছে পৌঁছেছে, যার ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে সমস্যা রিপোর্ট করার হার লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

15. **ত্রুটি সংশোধন ত্বরান্বিত করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলোতে বসবাসকারীদের জন্য সহায়তার মান উন্নত করা।** গুরুতর নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকা বাড়িগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের কাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে রয়ে গেছে। গত এক বছরে আমরা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বাধাগুলো দূর করতে, অনিরাপদ ভবনের জন্য দায়ীদের জবাবদিহি জোরদার করতে এবং বিলম্ব বা অনিশ্চয়তার সম্মুখীন বাসিন্দাদের সহায়তা করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ ২,১৬৮টি ভবনের ত্রুটি সংশোধনের কাজ শুরু বা শেষ হয়েছে, যার মধ্যে ১,৪৭৫টি ভবনের কাজ পুরোপুরি শেষ হয়েছে। ডেভেলপাররা ডেভেলপার কন্ট্রাক্টের আওতাভুক্ত ৯৩% ভবনের ক্ষেত্রে ত্রুটি সংশোধনের পথ নির্ধারণ করেছে এবং নিশ্চিত ত্রুটিপূর্ণ ৪১% ভবনের কাজ শুরু করেছে বা শেষ করেছে। ক্ল্যাডিং সেফটি স্কিমের আওতায় ৪ তলা বা তার চেয়ে উঁচু সকল ভবনের অর্ডন্যান্স সার্ভের রেকর্ড [সরকারি তথ্যাবলি] প্রাথমিকভাবে যাচাই করার কাজ শেষ হয়েছে উক্ত প্রতিবেদনে অর্জিত অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে নিয়ন্ত্রকের বর্ধিত ক্ষমতা, তদারকির নতুন রাস্তা এবং ত্রুটি সংশোধন করার কাজের গতি ও গুণমান বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট শিল্পের সাথে একযোগে কাজ করা।

16. **জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা করার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জরুরি প্রস্তুতি উন্নত করা।** এই বছর আমরা জরুরি ভিত্তিতে সাড়াদান সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করেছি, যেখানে স্থানীয় ও জাতীয় সমন্বয় বৃদ্ধি, ক্যাটাগরি 1 সাড়াদানকারীদের ভূমিকা শক্তিশালীকরণ এবং পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ বাসিন্দাদের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হালনাগাদ করা জাতীয় নির্দেশিকা এবং অংশীদারদের জন্য আরও স্পষ্ট প্রত্যাশা একটি টেকসই সক্ষমতা তৈরিতে সহায়তা করে, যা জটিল জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকরভাবে সাড়াদানে সক্ষম। ২০২৫ সাল ব্যাপী ২,০০০-এরও বেশি উত্তরদাতা হালনাগাদ করা ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স স্ট্যান্ডার্ডস [National Resilience Standards] এবং অ্যাম্বার বুক [Amber Book]-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। পাঁচটি এলআরএফ ট্রেইলব্লেজার [LRF Trailblazer] এলাকা এখন সমন্বিত দুর্যোগ মোকাবিলা সক্ষমতা বিষয়ক নেতৃত্ব মডেলের পরীক্ষা চালাচ্ছে, যার প্রাথমিক ফলাফল ২০২৬ সালের গ্রীষ্মে পাওয়া যাবে। ঝুঁকিপূর্ণ বা দুর্বল বাসিন্দাদের সহায়তার বিষয়ে সংশোধিত নির্দেশিকা ২০২৫ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত হয়েছে, যার সাথে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনের হালনাগাদ প্রত্যাশাগুলোও যুক্ত করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনের পাশাপাশি প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট ঘোষণা এবং নথিপত্র।

17. সরকার ঘোষণা করেছে যে, তারা গ্রেনফেল টাওয়ার মেমোরিয়াল [স্মৃতিস্তম্ভ] নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে শীঘ্রই আইন প্রণয়ন করবে। গ্রেনফেল টাওয়ারের মর্মান্তিক ঘটনায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন এবং যাদের জীবন চিরতরে বদলে গেছে, তাদের সবার প্রতি এই মেমোরিয়ালের মাধ্যমে সম্মান জানানো হবে। এটি মর্যাদা ও শান্তির একটি স্থান হবে, যেখানে মানুষ স্মৃতিচারণ করতে, গভীরভাবে ভাবতে এবং তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারবে। স্বতন্ত্র প্যানেলের সুপারিশ অনুযায়ী, এই ট্র্যাজেডিতে যারা সবচেয়ে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের জন্য একটি ব্যক্তিগত ও পবিত্র মেমোরিয়াল তৈরির স্থান রাখা হবে। সরকার একটি উপযুক্ত ও স্থায়ী মেমোরিয়াল নির্মাণে ইন্ডিপেনডেন্ট গ্রেনফেল টাওয়ার মেমোরিয়াল কমিশন এবং কমিউনিটিকে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে এই ট্র্যাজেডিতে ক্ষতিগ্রস্ত এবং যারা মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারিয়েছেন তাদের স্মৃতি চির অম্লান থাকে।

18. সরকার নির্মাণ সামগ্রীর কাঠামো শক্তিশালী করতে এবং আরও সুদৃঢ়, স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য একটি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করছে। নির্মাণ সামগ্রী সংস্কারের গ্রিন পেপারের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার একটি হোয়াইট পেপার প্রকাশ করেছে, যেখানে নিরাপত্তা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিয়ে সুস্পষ্ট নীতি ও পরবর্তী পদক্ষেপগুলো তুলে ধরা হয়েছে। সংস্কার কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সরকার একটি সাধারণ নিরাপত্তা বাধ্যবাধকতার বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করছে, যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা সামগ্রীগুলোকে নিয়ন্ত্রক কাঠামোর আওতায় আনা যায়। সংসদীয় সময়ের উপর ভিত্তি করে এই বছরের শেষের দিকে একটি সেকেন্ডারি লেজিসলেশন [secondary legislation] প্রবর্তনের পরিকল্পনা রয়েছে।

19. আবাসিক বাসিন্দারা যাতে তাদের বাসায় নিরাপদ বোধ করেন, প্রত্যাশাগুলো যেন স্পষ্ট ও দায়বদ্ধ থাকে এবং শিল্প খাত যেন তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পায়, তা নিশ্চিত করার বিষয়ে এই সরকার মনোনিবেশ করেছে। এটি আমাদের সকল গৃহীত সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিকে সুদৃঢ় করে এবং গ্রেনফেল টাওয়ার ট্র্যাজেডির পেছনে থাকা ব্যর্থতাগুলো যেন আর কখনো ফিরে না আসে, তা নিশ্চিত করে।